কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 13 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এ কে এম শাহনাওয়াজ ▷

প্রশিক্ষক ও নির্দেশদাতাদের সন্ধান ও

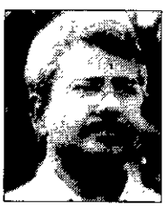

...ায় বিআইডাব্লিউটিএ।

...ত্তিতে

...াঘিনা

পুতুলনাচের সুতো হাতে যেসব নটবর আড়ালে থেকে সন্ত্রাসী তৈরি করছে এবং মানবতা ও ইসলামকে কলঙ্কিত করতে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের কাছে পৌছাতে হবে। ধর্মের নাম ভাঙানো সন্ত্রাসী প্রশিক্ষক ও নির্দেশদাতারা কোনো দুর্গম পর্বতচূড়ায় বাস করে না। এই সমাজের মানুষের ভেতরে থেকেই তারা অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের কাছ থেকে নিঃশ্বাসের দূরত্বেই হয়তো আছে ওরা। ওদের ধ্বংস না করা পর্যন্ত এই অশুভ প্রচ্ছায়া থেকে মুক্তির সুযোগ নেই। এ ক্ষেত্রে সফল হলে আন্তর্জাতিক অশুভ ষড়যন্ত্রও দুর্বল হয়ে যাবে

ধর্ম ও ধর্মের দর্শন সম্পর্কে খণ্ডিত জ্ঞানসম্পন্ন ধার্মিক মানসিকতার তরুণদের একদল জ্ঞানপাপী মানুষ টার্গেট করছে। যারা নিজ আদর্শ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করছে এসব তরুণকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর বাইপোলার রাজনীতিরও এক ধরনের অবসান ঘটে। বিশ্বমোড়ল হিসেবে নিজেকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যুক্তরাষ্ট্র। নিজ শক্তিবলয় তৈরির জন্য কৌশলগত সুবিধাজনক অঞ্চলগুলোয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে কূটচালে অগ্রসর হয়। অনেকের মতে, এই ধারাবাহিকতায়ই অর্থনৈতিক ও অংশত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের ওপর প্রভাববলয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়েছিল এই পরাশক্তির। এ পথযাত্রায় সহায়ক শক্তি হয় ইসরায়েল। মধ্যপ্রাচ্যে সরাসরি মার্কিন সৈন্যের অনুপ্রবেশের জন্য ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে মানুষ হত্যার মারাত্মক অস্ত্র ভাণ্ডার তৈরির অভিযোগ আনা হয়। আর মানবতা রক্ষার মহৎ চিন্তার কথা জানিয়ে বাগদাদ আক্রমণ করে মার্কিন বাহিনী ও তাদের জোট। যদিও ইরাকে মার্কিন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর তেমন কোনো অস্ত্র পাওয়া যায়নি। লিবিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ছিল মার্কিন আধিপত্যবাদের জন্য জরুরি। আর দক্ষিণ এশিয়ার প্রবেশমুখে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য সূক্ষ্ম পরিকল্পনাও গ্রহণ করতে হয়েছে। এসব লক্ষ্যে মুসলমানদের দিয়েই তালেবান ও আল-কায়েদার মতো জঙ্গি সংগঠন তৈরি করা হয়। সুকৌশলে তাদের মুখে তুলে দেওয়া হয় মার্কিনবিরোধী স্লোগান। এই সংগঠনগুলো ইসলাম রক্ষার নামে শান্তিবাদী ইসলাম ধর্মকে কলঙ্কিত করে। বিশ্ববাসীর সামনে ইসলাম ধর্মকে হিংস্র-অমানবিক ধর্ম হিসেবে পরিচিত করায়। মনগড়া ভেদাভেদ টেনে মসজিদ-মাজারে বোমা ফেলে মুসলমান হত্যা করে। স্কুলে বোমা মেরে-গুলি করে হত্যা করা হয় নিরীহ শিক্ষার্থীদের। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে একমাত্র যুদ্ধের ময়দান ছাড়া মানুষ হত্যা করাকে মহাপাতকের কাজ বলা হয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমকে সুরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মুসলমানদের ওপর। পবিত্র কোরআন স্পষ্ট করে বলেছে কে অপরাধী আর কে নিরপরাধ এর বিচার একমাত্র মহান আল্লাহই করবেন। শাস্তি দেওয়া বা ক্ষমা করার এখতিয়ারও তাঁরই। অথচ অবলীলায় এসব সন্ত্রাসী দল ধর্মের লেবাস পরে দেদার মানুষ হত্যা করছে। জান্নাতের লোভ দেখিয়ে বিভ্রান্ত তরুণদের জাহান্নামে পাঠাচ্ছে।

এভাবে আন্তর্জাতিক আধিপত্যবাদী শক্তি আল-কায়েদার মতো জঙ্গি দল সৃষ্টি করে এদের ঘাতক পরিচয় স্পষ্ট করে। ইসলাম সম্পর্কে বিশ্ববাসীর সামনে একটি নেতিবাচক ধারণার জন্ম দেয়। পাশাপাশি অজনপ্রিয় করে তোলে আল-কায়েদার মতো সন্ত্রাসী দলগুলোকে। অমন প্রেক্ষাপট তৈরি করে জনসমর্থন নিজেদের পক্ষে এনে এই সন্ত্রাসী দলগুলোকে নির্মূল করার ঘোষণা দিয়ে মার্কিন সৈন্য ঢুকে পরে সেসব দেশে। লিবিয়ায় গাদ্দাফি তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই সমর্থক ছিলেন। কিন্তু নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সাদ্দাম হোসেনের মতো গাদ্দাফিকেও জীবন দিতে হলো মার্কিনদের হাতেই। নিজ সৃষ্ট আল-কায়েদাকে কাজ ফুরোনোর পর নির্মূল করার পদক্ষেপ নিতে কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না মার্কিন নীতিনির্ধারকদের। অধুনা সন্ত্রাসী সংগঠন আইএস কি আল-কায়েদারই ধারাবাহিকতা নয়? হয়তো আদর্শিক প্রচারণায় আপাত বিরোধী মনে হবে এদের। কিন্তু সবার ফর্মুলাই অভিন্ন।

দক্ষিণ এশিয়ায় নিয়ন্ত্রণ আরোপের জন্য কৌশলগত অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের ওপর অনেক দিন ধরেই দৃষ্টি মার্কিনদের। বাংলাদেশের গভীর সমুদ্রে মার্কিন নৌঘাঁটি স্থাপনের চিন্তা পুরনো। কিন্তু এ দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় কোনো সরকারই এই ঝুঁকি নিতে পারেনি। সুতরাং পুরনো পদ্ধতি মতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে নানা নামের উগ্রবাদী দল তৈরি করে। ধর্মের নামে কিছুসংখ্যক তরুণকে বিভ্রান্ত করে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে খুনের দীক্ষায় মাঠে ছেড়ে দিচ্ছে। তাই এসব তরুণ ইসলামের নির্দেশনা প্রকৃতভাবে কোরআন-হাদিস থেকে গ্রহণ না করে নিজ গুরুদের বিকৃত উপস্থাপনার ধর্মীয় বিধানে বিভ্রান্ত হয়ে নিজ ধর্ম ও ভিন্ন ধর্মের নিরীহ মানুষকে খুন করছে। হত্যা ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে কঠিন পাপের কাজ হলেও নির্দ্বিধায় গুলশানে বিদেশি অমুসলিম নিরীহ মানুষ ও স্বদেশি মুসলমানদের হত্যা করে নিজেদের জীবনও উৎসর্গ করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে, পাকিস্তানে যেভাবে সন্ত্রাসীরা ইসলামের লেবাস গায়ে দিয়ে মসজিদে নিরীহ ধার্মিক মুসলমানকে বোমা মেরে হত্যা করছে, একইভাবে কয়েকজন কিশোর-তরুণের মগজ ধোলাই করে পবিত্র ঈদের দিন পাঠিয়ে দিয়েছে কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় দেশের নানা অঞ্চল থেকে নামাজ পড়তে আসা মুসলমানদের হত্যা করতে। সুবিধা করতে না পেরে দায়িত্ব পালনে আসা নিরপরাধ পুলিশের ওপর বোমা মেরেছে। ঈদের দিন বিনা অপরাধে খুন হলেন দুই পুলিশ সদস্য। ঘরের ভেতরে থেকেও ক্রসফায়ারের লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেটে নিহত হলেন একজন গৃহবধূ। জান্নাতের লোভ মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া এসব তরুণ কি একবারও ভেবেছে বা যারা এখনো সন্ত্রাসী তৎপরতায় যুক্ত তারা কি ভাবতে পারছে যে কী হবে এই দুই পুলিশ সদস্যের পরিবারের। কি কঠিন সময় সৃষ্টি করল গৃহবধূর পরিবারের। একবারও কি ভাবতে পারছে না একই ঘটনা নিজ পরিবারের ওপর ঘটলে কেমন হতো? কেউ কেউ বলেন, এসব তরুণের মগজ ধোলাই এমনভাবে করা হয় যে ওদের সুকুমার বৃত্তি ধ্বংস হয়ে যায়। একটি ভয়ানক ঘোরের মধ্যে বসবাস ওদের। মুক্তভাবে ধর্মগ্রন্থ চর্চার অধিকার নেই। যা মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাই ধর্ম ভেবে উগ্রবাদের দীক্ষা নিচ্ছে। যেখানে আত্মহত্যাকে ইসলাম ধর্ম মহাপাপ বলছে। এমনকি আত্মহত্যাকারীর জানাজাকেও নাজায়েজ ঘোষণা করা হয়েছে, সেখানে আত্মঘাতী হামলাকারী বানাচ্ছে এসব বিভ্রান্ত তরুণকে। মৃত্যুকেই ওরা চরম কাঙ্ক্ষিত মনে করছে। কারণ বিশ্বাস করিয়েছে ওদের সামনে হাতছানি দিচ্ছে জান্নাতের সুখ। তাই ওদের মনে মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন, এই সুন্দর পৃথিবী কোনো কিছুই ছুঁয়ে যায় না। জান্নাতের সুখের নেশায় বিভোর থাকে বিভ্রান্ত তরুণরা। এভাবে যাদের মরতে শিখিয়েছে তাদের কোন জাতীয় ঐক্য দিয়ে থামানো যাবে?

এখন তাই প্রয়োজন যার যার অবস্থানে থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এসব উগ্রবাদী অনেকটাই অদৃশ্য শক্তি। আমাদের সমাজের ভেতরেই ওদের বসবাস। তবে গুটিকয়েক বিভ্রান্ত তরুণকে খুঁজে পেয়ে, নিখোঁজ তরুণদের শনাক্ত করে ধরে এনে হয়তো সাময়িকভাবে সন্ত্রাস কিছুটা প্রশমিত করা যেতে পারে, তবে নির্মূল করা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের ওপর হয়তো আমরা তেমনভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারব না। তবে কূটনীতির পথে কিছুটা সমঝোতা তো হতেই পারে। কিন্তু বেশি প্রয়োজন এই উগ্রবাদীদের প্রশিক্ষক ও নির্দেশদাতাদের খুঁজে বের করা। তরুণদের বিভ্রান্ত করে ওদের হাতে অস্ত্র আর অর্থ তুলে দিয়ে জান্নাতের পথ দেখাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এসব সেয়ানা ওস্তাদের জান্নাতে যাওয়ার লোভ নেই। তারা নিরাপদ দূরত্বে থাকছে এবং সাবধানে নিজেদের জীবন রক্ষা করছে। বিভ্রান্ত বোকা ছেলেগুলো এ সত্যটি একবারও ভেবে দেখতে পারছে না যে ওদের ওস্তাদরা ওদের জাহান্নামি বানাচ্ছে; আর এর ফসল নিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করছে।

এ সত্যটি মানতে হবে—উগ্রবাদী প্রশিক্ষকদের দক্ষতা অনেক বেশি। ওরা নিজ দলে ভেড়ানোর জন্য তরুণদের নির্বাচন করে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। সেই তরুণ সরল-বোকা মাদ্রাসার ছাত্র হোক বা উত্তরবঙ্গের গণ্ডগ্রামের গরিব কৃষকের সন্তান হোক অথবা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত তরুণই হোক, আমার মনে হয় মাপকাঠিটা অভিন্ন। মাদ্রাসার ছাত্রটিকেও প্রকৃত ইসলাম জানতে না দিয়ে মূর্খ ও অন্ধ বানানো হয়েছে। এরপর তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা। বোঝানো সম্ভব হয়েছে এই এই মানুষগুলো ইসলামবিরোধী। অথবা ধর্ম রক্ষার জন্য কিছু নিরীহ মানুষ খুন করতে হলেও তা অপরাধ নয়। ধর্মের জন্য এসব খুন করা তাদের 'ইমানি' দায়িত্ব। তারা মূলত 'জেহাদ' করছে। সুতরাং জেহাদি মৃত্যুর চেয়ে আনন্দের আর কিছু নেই। ধর্মপ্রবণ কৃষকের ছেলেটির ইসলাম ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়নি। হয়তো ধর্ম সম্পর্কে অর্ধশিক্ষিত ধর্মনেতার কাছ থেকে খণ্ডিত

ইসল
উগ্র র গাছ এবং শেষে র
ছেলে রা হয়। ওই ছড়া রয়ে
ভয়ং ত্তিতে বহু স্তর মুলি ও বা
মাদ্রা সংরক্ষণের সুশান্তি চা
ফেল ভারত থেকে কণ্ঠকে ব
মাধ্য আরো ২০০ পানির ব্য
বিশ্ব ও পেতে শুরু বছরই পা
ওঠা ন্নতি হচ্ছে, আর্থিকভা
কারি গুলো। প্রতি আরণ্যক
দেশ- রিবারগুলো। উদ্দিন অ
ছিল নিয়ে তারা পর্যন্ত দীর্
হয়নি চষ্টা করছে। বিস্তৃত ২
আগম কনেছে গরু, ৭৩ হাজ
কেমন ন। রোপণ ক
পূর্বপু মিন ঘুরে ও নানাভা
থেকে ল, এক যুগ স্থানীয়দে
হয়েছে ড়গুলো ছিল প্রধান স
ছেলেটি খন সবুজের চোরাকা
মানসি ল পরিবর্তন এমন ত
ফলে ওপরের স্তরে পাহাড়ির
ওস্তাদ লিশ, গর্জন, মানবিক
ধোলাই হড়ার গাছ। সংস্থা স্থা
বিশ্ববিদ যেমন—আম, রক্ষায় স
হচ্ছে, কদবেল। এর না কাটে
করব। পেঁপে। সব কমিটি
করে দে
অপারে
যেমন
অপারে
সুতরাং কথা স্বীকার করে।
সন্ত্রাসীর গ্রেপ্তার হওয়ার পর ঢা
আংশিক য় তদন্ত শুরু করে। সিঙ্গা
খুনি-সন্ত্র থ্যের ভিত্তিতে তদন্তসং
পুতুলনা পুরে কর্মরত বেশির ভ
সন্ত্রাসী সখানে বসবাস করছে। ত
কলঙ্কিত কর্মকাণ্ডে জড়িত নয়। ত
পৌছাতে দ্ধ উগ্রবাদী পরিকল্পন
নির্দেশদা পুর পুলিশ। সিঙ্গাপুর পু
এই সমা কার উৎখাত ও খিলা
চালিয়ে গ্রেপ্তারকৃতরা। এদের ম
দূরত্বেই হ ইন বাংলাদেশ' (আইসি
এই অশুভ য়েছিল। তাদের লক্ষ্যই
সফল হ আর এর জন্য অস্ত্র কি
যাবে। কাছ থেকে উদ্ধার করা
হই এবং বাংলাদেশে তা
লেখক ম্পর্কে তথ্য পাওয়া গে
এক গুপ্তহত্যা ও নিরা
ড়ছে, ঠিক এ সম